আলমডাঙ্গার ইটভাটা মালিকদের আতঙ্ক, অধিকাংশ ইটভাটার নেই বৈধ অনুমোদন

আলমডাঙ্গা ইটভাটা মালিকেরা উচ্ছেদ অভিযান ও আর্থিক ক্ষতির ভয়ে আতঙ্কে দিন যাপন করছেন। চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার চারটি ইটভাটা উচ্ছেদ হওয়ার দৃশ্য দেখার পর আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাটা মালিক ও দিন মজুর শ্রমিকরা দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। অধিকাংশ ইটভাটার পরিবেশ অধিদপ্তরের কোন বৈধ অনুমোদন না থাকায় এই আতঙ্কের প্রধান কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলায় মোট ৮৩টি ইটভাটা রয়েছে, যার মধ্যে আলমডাঙ্গা বৃহত্তর উপজেলায় ২০টি ইটভাটা অবস্থিত। প্রতিটি ইটভাটায় গড়ে ৩০০ শ্রমিক, গাড়ি চালকসহ লেবার ও ব্যবসায়ীদের সাথে মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত।

ইটভাটার প্রস্তুতি, অবকাঠামো, কাঁচামাল সংগ্রহ এবং জ্বালানি ব্যবহারের বিষয়গুলো ২০১৩ সালের আইন ও ২০১৯ সালের সংস্কার অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত। ২০২২ সালে সংযোজন করা হয়েছে, যদি কোনো ইটভাটা ৫০০ মিটারের মধ্যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে থাকে, তবে তার অনুমোদন বাতিল করা হবে। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর ইট পোড়াতে গাছের খড়ির পরিবর্তে কয়লা ব্যবহারেও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন।

আলমডাঙ্গার ২০ জন ইটভাটা মালিক বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন। আলমডাঙ্গা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি আসিরুল ইসলাম সেলিম বলেন, এই মরসুমে ইটভাটায় ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছি। যদি ইটভাটা বন্ধ বা উচ্ছেদ করা হয়, তাহলে আমি ও আমার শ্রমিকরা বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ব।

দামুড়হুদায় ৪টি ইটভাটা গুড়িয়ে দিলো পরিবেশ অধিদপ্তর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় পরিবেশ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে চাঁরটি অবৈধ ইটভাটা গুড়িয়ে দিয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা পরিবেশ অধিদপ্তরের তত্বাবধানে খুলনা বিভাগীয় পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিট্রেট মমতাজ বেগম অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার রাইসা ব্রিকস ইটভাটা, বর্ষা ব্রিকস ইটভাটা, চিৎলার হিরো ব্রিকস ইটভাটা ও দেশ ব্রিকস ইটভাটা এ অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা পরিবেশ অধিদপ্তর। এসব ইটভাটার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সহ কোন বৈধ কাগজ পত্র দেখাতে না পারায় এসব ইটভাটার ইটের গাধুনির ফিক্সর্ড চিমনি ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাইম হোসেন।পরিবেশ অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় নির্বাহী ম্যাজিট্রেট মমতাজ বেগম।

চুয়াডাঙ্গা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, ভাটার মালিকগন ভাটার বৈধ কেন কাগজপত্র দেখাতে না পারায় ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত-২০১৯) অনুযায়ী ৪টি ইটভাটা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযান অব্যহত থাকবে বলে ও তিনি জানান।

অভিযানে সহযোগিতা করেন, সেনাবাহিনীর টিম, র্যাব-১২ মেহেরপুর-গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার আব্দুল ওয়াহিদ, চুয়াডাঙ্গা পুলিশের একটি দল, আনসার ও চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের একটি দল।

কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে ১৩টি অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিলো প্রশাসন

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় অনুমোদনহীন ১৩টি অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার চরসাদীপুর ইউনিয়ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন পরিবেশ অধিদফতরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আসিফুর রহমান।

অভিযান চলাকালে কাঁচা ও পোড়ানো ইট বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করা হয় এবং ইট তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম ভাঙচুর করে ইটভাটা অচল করে দেওয়া হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান, ২০০৬ সাল থেকেই ইটভাটায় ড্রাম, চিমনি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হলেও কিছু ইটভাটা মালিক অবৈধভাবে এ ধরনের চিমনি ব্যবহার করে আসছিলেন। এমন তথ্য পাওয়ার পর সকাল থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত চরসাধিপুর এলাকায় পর্যায়ক্রমে ১৩টি ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে সেগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। অবশিষ্ট অবৈধ ইটভাটাগুলোতেও অভিযান চালানো হবে বলে জানান তিনি।

অভিযানে পরিবেশ অধিদফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, পুলিশ, বিজিবি ও আনসার সদস্যরা অংশ নেন।

এবিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা পরিবেশ অধিদফরের উপপরিচালক মো. এমদাদুল হক বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ড্রাম চিমনি ব্যবহার করা ইটভাটাগুলোতে অভিযান শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে জেলার সব অবৈধ ভাটায়ই অভিযান পরিচালনা করা হবে।’

ঝিনাইদহে ইটভাটা মালিক ও শ্রমিকদের বিক্ষোভ

ইটভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের জরিমানা ও ভাঙচুর বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে জেলা ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি।

সোমবার (১০ মার্চ) দুপুর ১২ টার দিকে শহরের ওয়াপদা মাঠ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলামের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন জেলা ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি সভাপতি ও জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এমএ মজিদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস, জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেনসহ ছয় উপজেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ।

সে সময় ৭ দফা বাস্তবায়ন সম্বলিত স্মারকলিপি ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের পক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে গাংনীতে স্মারকলিপি প্রদান

ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা এবং পরিবেশ, বন ও পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর ম্মারকলিপি প্রদান করেছে গাংনী উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতি।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) সকাল ১১টায় বিক্ষোভ মিছিল সহকারে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে বিভিন্ন ইটভাটার মালিক ও শ্রমিকরা অবস্থান

নেন। এবং বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেন। এসময় ইটভাটার বিপুল পরিমাণ শ্রমিকরাও অংশ নেন।

বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা ইট ভাটা মালিক সমিতির সভাপতি এনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেক, গাংনীর সাবেক এমপি ইটভাটা মালিক আমজাদ হোসেন, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ইটভাটা মালিক জুলফিকার আলী ভূট্টো, বামন্দী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ইটভাটা মালিক আওয়াল বিশ্বাস, ইটভাটা শ্রমিক আলফাজ উদ্দিন প্রমুখ।

তারা আরও বলেন, গাংনী উপজেলায় ৫৫টি ইটভাটায় রয়েছে। এই ইটভাটা গুলোতে হাজার-হাজার শ্রমিক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এসব ইটভাটাগুলো প্রায় ৩৫-৪০ বছরের অধিক সময় ধরে চলমান রয়েছে। কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৩ সালের পরিবেশ আইন অনুযায়ী অধিকাংশ ইটভাটাকে ছাড়পত্র প্রদান না করায় এবছর এসব ভাটাগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করে। অথচ এই ভাটাগুলোর কাস্টমস ভ্যাট, আয়কর, বাণিজ্যিক হারে জমির খাজনা, ট্রেড লাইসেন্স বাবদ প্রতি বছর ৫-৬ লক্ষ টাকা অগ্রিম রাজস্ব দিয়ে আসছে। এছাড়াও ইটভাটা পরিচালনার অন্যান্য খাতের জন্য ব্যাংক ঋণ বা দায়দেনা রয়েছে। শ্রমিকদের অগ্রিম হিসেবে বড় অংকের টাকা প্রদান করা হয়েছে। এসময় ইটভাটাগুলো বন্ধ করলে ভাটা মালিকরা বড় ধরণের অর্থনৈতিক ঝুঁকিতে পড়বেন। এছাড়া ভাটায় কর্মরত শ্রমিকদের জীবন রজীবিকা ব্যাহত হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় ইটভাটাগুলো চলতি সৌসুম পর্যন্ত পরিচালনা করার সুযোগ দেবার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানান বক্তারা।

পরে উপজেলা ইট ভাটা মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা এবং পরিবেশ, বন ও পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, পরিবেশ উপদেষ্টার ঘোষণার পর মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের প্রশাসনের অভিযানে বেশ কয়েকটি ভাটাতে জরিমানা আদায় ও ইটভাটাগুলো বন্ধের আদেশ দেন।

মেহেরপুর জেলায় ১০৮ টি ইটভাটা রয়েছে। কোনো ইটভাটায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেই। সবগুলোই অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে।

মেহেরপুরে ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান

ইটভাটায় প্রশাসনের অভিযানের প্রতিবাদ এবং এসব ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে মেহেরপুর সদর উপজেলা ইট ভাটা মালিক সমিতি।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) বেলা সাড়ে ১২টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এই স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ইটভাটা মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মালিক সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইটভাটাগুলো এলাকার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রশাসনের অভিযানের ফলে ব্যবসা বন্ধ হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা বহু শ্রমিকের জীবিকা হুমকির মুখে ফেলবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি এম এ নঈম, সাধারণ সম্পাদক মিলন খান, রাশেদুল ইসলাম ইরানী, জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

দু’দিনে ১৩টি বন্ধ, প্রায় ১৬ লাখ টাকা জরিমানা আদায়

মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলার অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে গত দুদিনে ১৩টি ইটভাটা বন্ধ ও প্রায় ১৬ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল হাসানের নেতৃত্বে উপজেলার চাঁদপুর, ফতেপুর ও রামদাসপুরে ৩টি ইটভাটায় অভিযান চালানো হয়। অবৈধভাবে কাঠ পোড়ানো ও জেলা প্রশাসকের লাইসেন্স না থাকায় ৫ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ইটভাটা তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইটভাটা গুলো হচ্ছে চাঁদপুরের কেএণ্ডকে ব্রিকসের ২ লাখ

টাকা, ফতেপুরের এইচবি ব্রিকসের ১ লাখ টাকা, রামদাসপুরের ২ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইন ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) এর ৪ ও ৬ ধারা লংঘন করা ও জেলা প্রশাসকের লাইসেন্স না থাকায় ইটভাটাগুলো বন্ধ করা হয় এবং জরিমানা আদায় করা হয়।

অপরদিকে, গতকাল মঙ্গলবার মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডলের নেতৃত্বে উপজেলার মহাহনপুর গ্রামে স্টার ব্রিকসের দেড় লাখ টাকা, এসআরবি ব্রিকসের দেড় লাখ টাকা এবং কোমরপুর গ্রামের আরএসবি ব্রিকসের ১ লাখ টাকা জরিমানা ও ভাটা তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এদিকে, দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলায় চারটি অবৈধ ইটভাটা বন্ধ ও সাড়ে ৪ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোজাফফর আহমেদ, বামুন্দি ফায়ার সার্ভিস ও গাংনী থানা পুলিশের একটি দল অংশ নেন।

এর আগের দিন একই উপজেলায় তিনটি ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি ভাটা তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সাদ্দাম হোসেন জানান, গাংনী উপজেলার আকুবপুর এলাকার, রূপসা ব্রিকস, জনতা ব্রিকস ও থ্রি স্টার ব্রিকসের মালিকদের এক লাখ টাকা করে ৩ লাখ টাকা এবং সমতা ব্রিকসের মালিককে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এসময় বিপুল পরিমাণ কাঁচা ইট পানি দিয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এসব ইটভাটায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছিল না। এছাড়া, কয়লার পরিবর্তে কাঠ পোড়ানোর অভিযোগ পাওয়া যায়। এসব অনিয়মের কারণে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

মেহেরপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোজাফফর আহমেদ মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, জেলা প্রশাসনের নির্দেশে উপজেলা নির্বীহী অফিসার মহোদয়রা এসকল অভিযান পরিচালনা করছেন।

পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা প্রসিকিউশন করছি। তিনি আরও জানান, গত বছরের হিসেব মতে মেহেরপুর জেলায় ৯৩টি ইটভাটা রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র একটি পরিবেশ ছাড়পত্র রয়েছে।

মেহেরপুরে আরও ৪টি ইটভাটা বন্ধ, সাড়ে ৪ লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে চারটি অবৈধ ইটভাটা বন্ধ ও সাড়ে ৪ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন এ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোজাফফর আহমেদ, বামুন্দি ফায়ার সার্ভিস ও গাংনী থানা পুলিশের একটি দল অংশ নেন।

এর আগের দিন একই উপজেলায় তিনটি ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি ভাটা তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সাদ্দাম হোসেন জানান, গাংনী উপজেলার আকুবপুর এলাকার, রূপসা ব্রিকস, জনতা ব্রিকস ও থ্রি স্টার ব্রিকসের মালিকদের এক লাখ টাকা করে ৩ লাখ টাকা এবং সমতা ব্রিকসের মালিককে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এসময় বিপুল পরিমাণ কাঁচা ইট পানি দিয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এসব ইটভাটায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছিল না। এছাড়া, কয়লার পরিবর্তে কাঠ পোড়ানোর অভিযোগ পাওয়া যায়।

এসব অনিয়মের কারণে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। মেহেরপুর জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই ১০৮ টি অবৈধ ইটভাটা গড়ে উঠেছে।

মেহেরপুরে তিনটি ইটভাটায় ৪ লাখ টাকা জরিমানা আদায়

পরিবেশের ছাড়পত্র না থাকা, ইটভাটায় জ্বালানি কাঠ ব্যবহার ও পোড়ানোসহ ইনভাটার লাইসেন্স না থাকায় মেহেরপুরে তিনটি ইটভাটার মালিককে ৪ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে জেলা প্রশাসন পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালত।

আজ রবিবার (২ ফেব্রুয়ারি) বিকালের দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের যৌথ অভিযানে সদর উপজেলায় ৩টি ইট ভাটায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশসানের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলামের নেতৃত্বে যাদবপুর বুড়িপোতা সড়কের তিনটি ইটভাটাতে এই অভিযান চালানো হয়।

ইটভাটায় জ্বালানি কাঠ ব্যবহার ও পোড়ানোসহ ইনভাটার লাইসেন্স না থাকায় ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ (সংশোধনী-২০১৯) লংঘন করায় গোলাম রহমান ইটভাটা, ছেলে শোয়েব রহমান, আজিমুদ্দিনের ছেলে সাইদুল ইসলাম, নজরুল ইসলামের ছেলে লিজনের নিকট থেকে ৪ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ মোজাফফর খান প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এসময় মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করেন ।

মেহেরপুরে দুটি স্কেভেটর